সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২২৩
WEEKLY BOOKLET:223

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত
কিতাব "গীবত কি তাবাকারিয়া"র একটি অংশ

দোষ গোপন করে জান্নাত লাভ করুন

গীবত ঈমানের ক্ষতি সাধন করে

একজন নও মুসলিমের বেদনাদায়ক ইতিবৃত্ত

গীবত থেকে তাওবা করার পদ্ধতি

মহিলাদের প্রতি অপবাদ দেয়ার কারণে ধ্বংস

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এই বিষয়বস্তু **"গীবত কি তাবাকারিয়াঁ"** এর ২৮১-৩০০ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে।

দোষ গোপন করে জান্নাত লাভ করুন

আত্তারের দোয়া: হে আল্লাহ পাক! যে ব্যক্তি এই "দোষ গোপন করে জান্নাত লাভ করুন" পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে মানুষের দোষ গোপনকারী বানাও, দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন করো এবং তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/২৬১, হাদীস ২৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

যে নিজের দোষ সম্পর্কে জানে

হযরত বিবি রাবেয়া আদাবিয়া رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهَا বলেন: বান্দা যখন **আল্লাহ পাকের** ভালবাসার স্বাদ গ্রহণ করে নেয়, **আল্লাহ পাক** তাকে স্বয়ং তার দোষ সম্পর্কে অবহিত করে

www.dawateislami.net

দেন, ব্যস এই কারণে সে অন্যের দোষ-ত্রুটির মাঝে ব্যস্ত হয়না। (বরং নিজের দোষ-ত্রুটি সংশোধনের প্রতি মনোনিবেশ করে থাকে) (তামবিহুল মুগতাররিন, ১৯৭ পৃষ্ঠা)

গোপন বিষয় অন্বেষণ করো না!

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: হে ঐসকল লোকেরা, যারা মুখে ইসলাম গ্রহণ করেছে ও ঈমান তাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি, মুসলমানদের গীবত করোনা এবং তাদের গোপন বিষয় অন্বেষণ করোনা, কেননা যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের গোপন বিষয় অন্বেষণ করবে, **আল্লাহ পাক** তার গোপন বিষয় প্রকাশ করে দিবেন আর **আল্লাহ পাক** যার গোপন বিষয় প্রকাশ করে দিবেন, তাকে অপমানিত করে দিবেন, যদিও সে তার ঘরের ভিতর থাকে।"

(আবু দাউদ, ৪/৩৫৪, হাদীস ৪৮৮০)

হে আশিকানে রাসূল! কোন মুসলমানের গোপন দোষ-ত্রুটির পেছনে লাগা উচিত নয়, **আল্লাহ পাক** ২৬তম পারা সুরা হুজরাতের ১২ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেন: "وَ لَا تَجَسَّسُوْا **কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** আর দোষ তালাশ করোনা।" সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: অর্থাৎ

www.dawateislami.net

মুসলমানদের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করোনা এবং তাদের গোপন অবস্থার অন্বেষণে থেকোনা, যা **আল্লাহ পাক** আপন সাত্তারিয়্যাতের চাদর দ্বারা গোপন করেছেন।

(খাযায়িনুল ইরফান, ৮৬৩ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাক দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا হতে বর্ণিত, **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই, না তার উপর অত্যাচার করে, আর না তাকে একা অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেয় আর যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অভাব পূরণ করবে, **আল্লাহ পাক** তার অভাব পূরণ করবেন আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কষ্ট দূর করবে, **আল্লাহ পাক** কিয়ামতের কষ্টগুলোর মধ্যে তার কষ্ট দূর করবেন এবং যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি গোপন করবে, তবে **আল্লাহু সাত্তার** কিয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটি গোপন করবেন। (মুসলিম, ১৩৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস ৬৫৮০)

দোষ গোপন করে জান্নাত লাভ করুন

হযরত আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের

www.dawateislami.net

দোষ দেখে তা গোপন রাখে, তবে কিয়ামতের দিন তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।

(মুসনাদে আবদ বিন হামিদ, ২৭৯ পৃষ্ঠা, হাদীস ৮৮৫)

জাহান্নামে চিৎকার করতে থাকবে

হে আশিকানে রাসূল! سُبْحٰنَ الله! দোষ গোপন করার ফযীলত ও গুরুত্ব সম্পর্কে কি আর বলবো! যেই জিনিস আখিরাতের জন্য যতবেশী গুরুত্বপূর্ণ হবে, শয়তানও ততবেশী তার পেছনে লেগে থাকে। অতএব মুসলমানকে মুসলমানের দোষ গোপন রাখা থেকে বিরত রাখার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করে এবং শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, বর্তমানে অধিকাংশ মুসলমান মুসলমানের দোষ অন্বেষণ ও গীবতে ব্যস্ত আর অধিকাংশই কেউ কারো কোন দোষ গোপন রাখতে মোটেই প্রস্তুত থাকে না, নির্দ্বিধায় বরং অনেক সময় তো গর্বের সাথে অপরের সামনে ফাঁস করে দেয়, তাদের মধ্যে যদি কেউ কারো কোন দোষ গোপন রাখেও তবে তা সাময়িকের জন্য, যখনই কোন অসন্তুষ্টি হয়ে যায়, তবে যত সব দোষ গোপন করেছিলো সব এক সাথে ফাঁস করে দেয় এবং সকল গোপনীয়তার পর্দা তুলে নেয়! হায়! আখিরাতের ভয় বলতে কিছুই থাকেনা! নিঃসন্দেহে

www.dawateislami.net

জাহান্নামের শাস্তি সহ্য করা যাবে না। হযরত ঈসা রূহুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام বলেন: কতইনা সুস্থ শরীর, সুন্দর চেহারা ও মিষ্ট ভাষা কাল জাহান্নামের গভীর গর্তে চিৎকার করতে থাকবে!

(মুকাশাফাতুল কুলুব, ১৫২ পৃষ্ঠা)

অউরো কে আইব ছোড় নযর খুঁবিও পে রাখ
এ্যয়বো কি আপনে ভাই মগর খোব রাখ পরাখ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

تُوْبُوْا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

গীবত ঈমানের ক্ষতি সাধন করে

হযরত হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "গীবত মুমিন বান্দার ঈমানে এত দ্রুত ক্ষতি সাধন করে, যত দ্রুত আকেলা রোগ তার শরীরের ক্ষতি সাধন করেনা।" (আকেলা পার্শ্বদেশে হওয়া ঐ ফোঁড়াকে বলে, যাতে মাংস ও চামড়ায় পচন ঘটায় এবং মাংস খসে পড়ে) তিনি আরো বলেন: হে আদম সন্তান! তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের মূলকে পাবেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ পরিহার করবে না, যে দোষ তোমাদের মাঝে পাওয়া যায়, তোমরা তার সংশোধন করা শুরু করে দাও ও সেই দোষ-ত্রুটিকে

www.dawateislami.net

নিজের কাছ থেকে দূর করে নাও। অতঃপর যখন তোমরা এরূপ করবে, তখন এই বিষয়টি তোমাদেরকে নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত করে দিবে, আর **আল্লাহ পাকের** নিকট এরূপ বান্দাই সর্বাধিক পছন্দনীয়।

(যম্মুল গীবত লে ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৯৩,৩৭ পৃষ্ঠা, নম্ব ৫৪, ৬০)

একজন নও মুসলিমের বেদনাদায়ক ইতিবৃত্ত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** হক পন্থীদের সুন্নাতে ভরা একটি সংগঠন, এর আকিদা পুরোপুরি কুরআন ও সুন্নাত অনুযায়ী, এর সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন, اِنْ شَآءَ الله আশিকানে রাসূলের সহচর্যের বরকতে ঈমান হিফাযতের প্রেরণা, নেকীর প্রতি ধাবিত হওয়া এবং গীবত ইত্যাদি গুনাহের প্রতি ঘৃণার সৌভাগ্য অর্জিত হবে। সর্বাবস্থায় ঈমানের হিফাযত করা আবশ্যাক, যদি ঈমান সহকারে শেষ পরিণতি না হয়, তবে ইবাদত কোন কাজেই আসবে না। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيْم অর্থাৎ নিশ্চয় আমল শেষ পরিণতির উপরই নির্ভরশীল। (বুখারী, ৪/২৭৪, হাদীস ৬৬০৭) যতই বিপদ আসুক না কেনো, ঈমান কখনোই নড়বড়ে হওয়া যাবেনা। এ প্রসঙ্গে "একজন নও মুসলিমের বেদনাদায়ক

www.dawateislami.net

ইতিবৃত্ত” শুনুন। যেমনটি দিল্লীর (ভারত) সিলাইমপুর এলাকার অধিবাসী ২২ বছর বয়সী এক যুবকের ইসলাম গ্রহণের ঈমান সতেজকারী ঘটনা কিছুটা এরূপ: সে একজন অমুসলিম পরিবারের সন্তান ছিলো, তার পিতার ইচ্ছা ছিলো যে, সে ডাক্তার হোক, এ জন্য তিনি তাকে ১৯৯৪ সালে তার ডাক্তার বন্ধুর হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলো। সেই অমুসলিম ডাক্তার মুসলমানদের এতই ঘৃণা করতো যে, তাদের হাতে স্পর্শ করা জিনিসও পানাহার করা পছন্দ করতো না। তারও সেই অভ্যাস হয়ে গেলো, সারাদিন পিপাসার্ত থাকা মঞ্জুর ছিলো কিন্তু মুসলমানের হাতে পানি পান করা মঞ্জুর ছিলো না। এভাবে কয়েক বছর কেটে গেলো। একদিন সবুজ পাগড়ীধারী এক ইসলামী ভাই চোখের অপারেশনের জন্য ওখানে এলো। তার মুখ ও দৃষ্টির হিফাযতের পদ্ধতি ও উত্তম চরিত্র দেখে ধীরে ধীরে আমি তার নিকটস্থ হয়ে গেলাম। সে আমার প্রতি মাঝে মাঝে একক প্রচেষ্টা করতে থাকে। কিছুদিন পর সেই ইসলামী ভাই হাসপাতাল থেকে চলে গেলো, কিন্তু তার সাথে তার যোগাযোগ ছিলো এবং তার নিকট আসা যাওয়া করতো। সেই ইসলামী ভাইয়ের নিকট একটি বড় কিতাব ছিলো, যার নাম ছিলো **“ফয়যানে সুন্নাত”**,

www.dawateislami.net

যখন সে চৌরাস্তা ইত্যাদিতে এর দরস দিতো, তখন একক প্রচেষ্টা করে তাকেও দরসে অংশগ্রহণ করার দাওয়াত দিতো, সে শুনতে বসে যেতো। ফয়যানে সুন্নাতের দরসের বরকতে কিছু দিনের মধ্যেই তার অন্তরে ইসলাম ধর্মের প্রতি ঘৃণার পরিবর্তে ভালবাসা অনুভব করতে লাগলো। এখন সে মুসলমানদের সাথে খাওয়া দাওয়া করতো এবং মসজিদ ও আযানের প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করতো। ২০০৪ সালে একদিন সে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনার "গোসলের পদ্ধতি" নামক পুস্তিকাটি পাঠ করে, কিন্তু ভালভাবে বুঝতে পারলোনা। সেই ইসলামী ভাইকে জিজ্ঞাসা করলে সে তাকে সেই পুস্তিকাটির সাহায্যে বিস্তারিতভাবে পবিত্রতার মাসআলা সমূহ বুঝালো ও বললো: প্রকৃত পবিত্রতা মুসলমান হওয়া ব্যতীত অর্জন করা যায়না। সেই সময়টি ছিলো তার সৌভাগ্যের মেরাজ স্বরূপ, সেই ইসলামী ভাইয়ের কথা তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিলো, সে কিছুক্ষণ চিন্তা করলো, অতঃপর "কলেমায়ে তৈয়্যবা" পাঠ করে ইসলামের সুশীতল ছায়া তলে চলে এলো। কুফরীর অন্ধকার কেটে গেলো এবং তার অন্তর ইসলামের নূর চমকাতে লাগলো।

www.dawateislami.net

সে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় নিয়মিত অংশগ্রহন করতে লাগলো এবং হুযুরে গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুরিদ হয়ে গেলো আর জামাআত সহকারে নামাযও আদায় করতে লাগলো, মাঝে মধ্যে শয়তান আমাকে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে কুমন্ত্রনা দিতো। একদিন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনা "বৃদ্ধ পুজারী" নামক পুস্তিকাটি পাঠ করি, তখন اَلْحَمْدُ لِلّٰه তার কুমন্ত্রণাগুলোর মূলৎপাটন হয়ে গেলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه ১৮ই জুলাই ২০০৫ সালে আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলায় সুন্নাতে ভরা সফর করার সৌভাগ্য নসীব হলো। এর পূর্বে সে তুচ্ছ বিষয়ে পরিবারের সাথে অসন্তুষ্ট হয়ে যেতো, খাবার ভাল না হলে প্রচন্ড শোরগোল করতো, মাদানী কাফেলায় সফরের বরকতে তার এই স্বভাবও দূর হয়ে গেলো। পরিবার তার এই পরিবর্তন দেখে অবাক হয়ে গেলো এবং ইসলাম ধর্মের প্রতি প্রভাবিত হতে লাগলো। সে দাঁড়ি শরীফের সুন্নাত দ্বারা সজ্জিত হওয়ার পাশাপাশি মাথায় সবুজ পাগড়ীও সাজিয়ে নিলো, কিন্তু ঘরে যাওয়ার সময় তা খুলে নিতো। কিছুদিন পর কিছু লোক তার বিরুদ্ধে পরিবারকে নেতিবাচক ধারণা দিলো, ফলে ঘরে কঠোরতা শুরু হয়ে গেলো, এখন কথায় কথায় বাধা দেয়া হতো, এমন কি

www.dawateislami.net

মারতেও তারা দ্বিধাবোধ করতো না। সে বিরক্ত হয়ে ঘর ছেড়ে দিলো কিন্তু কিছুদিন পর ভাইয়েরা বাহানা করে ডেকে নিয়ে এলো এবং জবরদস্তি নাপিতের নিকট ধরে নিয়ে গেলো। যখন সে সেই নাপিতকে বললো: সে মুসলমান হয়ে গেছে, তখন সে ভীত হয়ে গেলো এবং সে দাঁড়ি মুন্ডন করতে অস্বীকৃতি জানালো। তার পরিবারের লোকেরাও দাঁড়ি মুন্ডন করতে ভয় করছিলো কিন্তু আফসোস যে, ইলমে দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ এক মুসলিম আমার পরিবারের সদস্যদের বললো: "দাঁড়ি রাখা জরুরী নয়, আমাকে লক্ষ্য করো! লাখ লাখ মুসলমানেরা কই দাঁড়ি রেখেছে!" এ কথা শুনে কুফরীর অন্ধকারে নিমজ্জিত তার পরিবারের মন একেবারে বেপরোয়া হয়ে গেলো এবং তারা ঘুমন্ত অবস্থায় ব্লেড দিয়ে তার দাঁড়ি মুন্ডন করা শুরু করে দিলো। তার চোখ খুলে গেলো, দাঁড়ি রক্ষা করার প্রচেষ্টায় তার চেহারা রক্তাক্ত হয়ে গেলো, সে কেঁদে কেঁদে তাদেরকে এ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করতে লাগলে কিন্তু তারা তার কথায় কর্ণপাত করলো না এবং তার দাঁড়ি মুন্ডন করেই ছাড়লো। চেহারার রক্ত তার অশ্রুর একাকার হয়ে গেলো। এতেও তারা ক্ষান্ত হয়নি বরং তাকে একটি কক্ষে বন্দী করে রাখলো, পরিধানের কাপড় ব্যতীত আমার সাথে আর কোন কিছুই ছিলোনা,

www.dawateislami.net

তাকে পাহারা দেয়া হতো কিন্তু তবুও সে দৃষ্টি ফাকি দিয়ে গোপনে নামায আদায় করে নিতো। ঘুমকে বিসর্জন দিয়েও সে তার অযু বহাল রাখতো, যাতে সুযোগ পেলেই নামায আদায় করে নিতে পারে। তখন তার কোন হিতাকাঙ্খী ছিলো না, ছিল না কোন সমব্যাথী, যে দুটো মিষ্ট কথা দিয়ে তাকে শান্তনা দিতো। এভাবে প্রায় ২ মাস অতিবাহিত হয়ে গেলো, অবশেষে রমযানুল মুবারকের পবিত্র মাস এসে গেলো। হায়! তাকে কে সেহেরী দিবে! রমযান মাসের রোযা ত্যাগ করা সে পছন্দ করলো না, অতএব সে সেহেরী ব্যতীতই রোযা রেখে নিলো। সন্ধ্যা পর্যন্ত যখন সে খাবার খেলো না, তখন পরিবারের লোকদের সন্দেহ হলো। তারা একত্র হয়ে তার নিকট এলো এবং খাবার খেতে জোর করতে লাগলো। সে বললো: "রাখো, আমি খেয়ে নিবো।" তারা যাওয়ার পর সে জোরাজুরি থেকে বাঁচার জন্য তরকারী এদিক সেদিক করে দিলো এবং রুটিগুলো পকেটে নিয়ে নিলো কিন্তু পরিবারের লোকদের সন্দেহ দূর হলো না এবং তারা দিনের বেলা জবরদস্তি তাকে খাবার খাওয়ালো, সে মনে মনে আফসোস করতে লাগলো কিন্তু সে বাধ্য ছিলো, এভাবে সে পাঁচটি রোযা রাখতে পারেনি। অবশেষে কোন কারণে পরিবারের পক্ষ থেকে কিছুটা শিথিলতা পাওয়া গেলো এবং সে পুনরায়

www.dawateislami.net

হাসপাতালে যেতে লাগলো। সে সেহেরী ব্যতীতই রোযার নিয়্যত করে নিতো এবং সাথে করে দুপুরের খাবারও নিয়ে যেতো, কিন্তু সন্ধ্যার সময় তা দ্বারা ইফতার করতো। ইত্যবসরে সে ইসলাম গ্রহণ করা সম্পর্কিত আইনি দলিলাদি সম্পন্ন করে নিলো, কিন্তু পরিবারকে তা জানতে দিলো না। সে পরিবারের লোকদের অজান্তে যে মসজিদে নামায আদায় করতে যেতো, সেখানকার কমিটি ভয়ে তাকে সেখানে যেতে নিষেধ করে দিলো যে, তুমি এখানে আসবে না, যেনো ফ্যাসাদ সৃষ্টি না হয়। সে খুবই কষ্ট পেলো যে, আমি মুসলমান হওয়া সত্বেও অবস্থার প্রতিকূলতার কারণে তাকে মসজিদে প্রবেশ করা থেকে বাধা দেয়া হচ্ছে, কিন্তু নিরুপায় ও অসহায়ের কিছুই করার নেই! **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী মারকায সেখান থেকে অনেক দূরে ছিলো এবং অবস্থার প্রেক্ষিতে সে নিজেই ইসলামী ভাইদেরকে যোগাযোগ করতে নিষেধ করে দিয়েছিলো। একের পর এক ঘাত প্রতিঘাত তার জীবনের গতিকে স্তব্ধ করে দিলো, সে এমন কোন সমব্যথী ও দুঃখ মোচনকারীও পেলো না যে, যার কাধে মাথা রেখে কয়েক ফোটা অশ্রু বিসর্জন করে নিজের মনের ব্যথা হালকা করতে পারে। হায়! সে একেবারে নিঃসঙ্গ ছিলো, এমন পরিস্থিতিতে সে নামায পড়াতেই প্রশান্তি লাভ করতো এবং

www.dawateislami.net

মনোবল পেতো, তার মুখে দুরূদ শরীফও অব্যাহত থাকতো। এবার সে সাহস করে তিন কিলোমিটার দূরে অবস্থিত "জনতা কলোনি"র মসজিদে জামাআত সহকারে নামায আদায় করার জন্য যেতে লাগলো। পরিবারের লোকেরা পুণরায় শিথিল হয়ে গেলো। একদিন স্থানীয় এক নামধারী মুসলমান পরিবারের লোকদের আস্থা ভাজন হওয়ার জন্য কিছুটা এভাবে তাদেরকে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করলো যে, "আমরাও তো মুসলমান, কিন্তু প্রতিদিন নামায কেইবা পড়ছে। ব্যস জুমা বা ঈদের নামায পড়ে নেয়! মনে হচ্ছে তোমাদের সন্তান কোন জিনকে বশীভূত করার জন্যই আমল করছে, সে পাগল হয়ে গেলে তখন তোমরা বুঝবে।" তার কথা শুনে পরিবারের লোকেরা আতঙ্কিত হয়ে গেলো এবং পুনরায় কড়াকড়ি শুরু করে দিলো, এমন কি দুরূদ শরীফ ইত্যাদি পড়ার সময় তার ঠোঁট নড়ার প্রতিও নিষেধ করে দিলো। তারা তাকে ধরে একজন আমিলের নিকটও নিয়ে গেলো, সেও বলে দিলো তার উপর জিনের 'আসর' রয়েছে! এই অবস্থায় সে খুবই ভেঙ্গে পড়লো এবং সম্ভবত সে পুনরায় কুফরির অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু **আল্লাহ পাকের** অশেষ মেহেরবানী হলো যে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه সে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশে আশিকানে রাসূলের মুখে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী**

www.dawateislami.net

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও হযরত বেলাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর উপর হওয়া অত্যাচারের ঘটনা শুনেছিলো, সেই অত্যাচারের সামনে তার এই কষ্ট খুবই নগন্য ছিলো, আপন **মক্কী মাদানী আক্বা হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কঠিন পরীক্ষা সমূহ এবং এই পরীক্ষায় অতুলণীয় ধৈর্যের কথা স্মরণ করে তার ঈমান আরো শাক্তিশালী হয়ে যেতো।

একদিন লুকিয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় পৌঁছে গেলো। সংবাদ পেয়ে পরিবারের লোকেরা এসে হুমকি দিলো এবং জোর করে তাকে সেখান থেকে ধরে নিয়ে গেলো। না তারা কোন বাধা দিলো আর না কাউকে বাধা দিতে দিলো যে, ফ্যাসাদ সৃষ্টি হবে। ঘরে গিয়ে তাকে এমনভাবে প্রহার করলো যে, সে প্রায় বেহুঁশ হয়ে গেলো। হুঁশ ফিরে আসতেই সে ঘর ছেড়ে দেয়া দৃঢ় সংকল্প করে নিলো, অথচ ৩দিন আগেই সে সরকারী চাকুরীর নিয়োগপত্র পেয়েছিলো, যার জন্য সে বছরের পর বছর পরিশ্রম ও চেষ্টা করেছিলো। এবার একদিকে নিজের ঘর, পিতামাতা এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যত, অপরদিকে ঈমানের মতো মহা মূল্যবান সম্পদ! কিন্তু সে **আল্লাহ পাকে**র অসীম দয়ায় ঈমান হিফাযতের উদ্দেশ্যে ২১ মার্চ ২০০৭ ইং স্বেচ্ছায় হিজরত করলো এবং নিজের ঘর ত্যাগ করলো।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰه বর্তমানে সে ভারতের বিভিন্ন শহরে আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলায় সফর করছে এবং পরিবারের সদস্যদের চাপে কাযা হয়ে যাওয়া নামাযও কাযা আদায় করে নিয়েছে। তার ইচ্ছা ছিলো যে, সেও কখনো নামাযের ইমামতি করার সৌভাগ্য অর্জন করবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাদানী কাফেলায় সফরের বরকতে কয়েকটি সূরা বিশুদ্ধ মাখরিজ সহকারে মুখস্ত করা এবং নামাযের জরুরী মাসআলাও শিখতে সক্ষম হয়েছে। ১৩ এপ্রিল ২০০৭ইং তার ইচ্ছা বাস্তবে রূপ ধারন করলো এবং ভারতের "জাম্সি" শহরে ফজরের নামাযের জামাআতে ইমামতি করার সৌভাগ্য অর্জন হলো। তার অভিমত হলো যে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতি আমার জীবন উৎসর্গ যে, কুফরীর কোলে লালিত পালিত একজন ব্যক্তিকে শুধুমাত্র ঈমানের দৌলত দ্বারা ধন্য করেনি বরং ইমামতির মুসাল্লাতেও এনে দাঁড় করালো। এসব কিছু আমার **আল্লাহ পাকে**র রহমত ও **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দান। সেই নও মুসলিম ইসলামী ভাই সফরকালীন সময়ে "কান্নুজ" শহরের মুসলিম জনপদ "কাগজিয়ানীতে" পৌঁছলো। সেখানকার "পুরাতন মসজিদ" এর সম্মূখস্থ প্রাঙ্গন মানুষে ভরপুর ছিলো, কেউ তাস খেলছিলো, কেউ জুয়া

www.dawateislami.net

খেলাতে লিপ্ত ছিলো। আসরের নামাযের পর সে সেই লোকদের নিকট নেকীর দাওয়াত দেয়ার জন্য গেলো, হঠাৎ এক ব্যক্তি প্রচন্ড রাগে দাঁড়িয়ে গেলো এবং তাকে অশ্লীল ভাষায় গালি গালাজ করে ধমকাতে লাগলো যে, অন্য কাউকে গিয়ে বুঝাও, আমাদের বুঝানোর কোন প্রয়োজন নেই। এমন সময় এক বৃদ্ধ ব্যক্তি তাকে বললো: "তার কথাগুলো তো শুনো, সে কি বলতে চায়?" অতঃপর সে তাদেরকে নেকীর দাওয়াত প্রদান করলো এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশে শেখা নামায পড়ার ফযীলত ও নামায না পড়ার শাস্তির কথা শুনালো, যখন মনে হলো, লোহা গরম হয়েছে, তখন সে বললো: "যে কথাগুলো আমি আপনাদের বলছি, সেগুলোতো আপনাদেরই আমাকে বলা উচিত ছিলো, কেননা আমি তো মাত্র কিছুদিন পূর্বে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি। অতঃপর সে সংক্ষিপ্তভাবে তার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা এবং এই সময়ে আসা পরীক্ষা ও নির্যাতনের ঘটনা শুনাতে শুরু করলো, তখন সেখানে উপস্থিত লোকেরা আবেগাপ্লুত হয়ে কাঁদতে লাগলো, এমন কি তাকে গালি দেয়া লোকটিও কাঁদতে কাঁদতে বললো: ব্যস, অন্যথায় আমার প্রাণ বের হয়ে যাবে। এবার তারা সকলে তার সাথে মসজিদে আসার জন্য

www.dawateislami.net

প্রস্তুত হয়ে গেলো। আসরের নামাযে আমরা মুসল্লি ছিলাম মাত্র দুজন, কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে মাগরীবের নামাযে মুসল্লী তিন কাতার হয়ে গেলো। জনৈক বয়স্ক লোক বলতে লাগলো: "আমি তাদেরকে দেখতে দেখতে বৃদ্ধ হয়ে গেলাম, আজ প্রথমবার তাদেরকে মসজিদে দেখছি।"

কাফেলো কো চলেঁ, মুশরিকোঁ কো চলেঁ
দাওয়াতে দ্বীন দেয়, কাফেলে মে চলো
কাফির আ'জায়েঙ্গে, রাহে হক পায়েঙ্গে
اِنْ شَآءَ الله চলেঁ, কাফেলে মে চলো

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৭৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

গীবত থেকে তাওবা করার পদ্ধতি

আল্লাহ পাকের দরবারে অনুতপ্ত হয়ে তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করুন। যার যার গীবত করা হয়েছে, তাদের জন্যও ক্ষমা প্রার্থনা করুন। **রাসুলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "গীবতের কাফফারা হলো যে, যার গীবত করা হয়েছে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। এরূপ বলো: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَلَهٗ অর্থাৎ হে **আল্লাহ পাক**! আমাকে ও তাকে ক্ষমা করে দাও।" (আদ্ দাওয়াতুল কবির লিল বায়হাকী, ২/২৯৪, হাদীস ৫০৭) যদি নাম জানা না

www.dawateislami.net

থাকে তবে পরামর্শ স্বরূপ আরয হলো: সম্ভব হলে প্রতিদিন মাঝে মাঝে এভাবে বলুন: হে **আল্লাহ পাক**! আমি আজ পর্যন্ত যত গীবত করেছি, তা থেকে তাওবা করছি। হে **আল্লাহ পাক**! আমাকে ও আজ পর্যন্ত আমি যে সমস্ত মুসলমানের গীবত করেছি তাদেরকে **তোমার প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় ক্ষমা করে দাও। (মনে রাখবেন! তাওবা কবুল হওয়ার জন্য এটাও শর্ত যে, সেই গুনাহের প্রতি মন থেকে অনুতপ্ত ও ভবিষ্যতে না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া)।

মেরী অউর জিন জিন কি মে'নে কি হে গীবত ইয়া খোদা
মাগফিরাত ফরমা দেয় ফরমা সব পে রহমত ইয়া খোদা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মানুষের নিকটও ক্ষমা প্রার্থনা করুন

যার "গীবত" করা হয়েছে, সে যদি অবগত না হয় তবে তার নিকট ক্ষমা চাওয়ার প্রয়োজন নেই। **আল্লাহু গাফফারে**র দরবারে তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে নিন যে, ভবিষ্যতে কখনো কারো গীবত করবো না। যদি সে অবগত হয়ে যায়, তবে তার নিকট গিয়ে গীবতের তুলনায় তার জায়িয প্রশংসা এবং তার প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করুন, যাতে তার মন খুশি হয় এবং

www.dawateislami.net

বিনয়ের সহিত বলুন যে, আমি আপনার যে গীবত করেছি তার জন্য আমি লজ্জিত, আমাকে ক্ষমা করে দিন। এখন ধরুন, সে যদি ক্ষমা নাও করে, তারপরও اِنْ شَآءَ الله আখিরাতে সমস্যা হবেনা। তবে হ্যাঁ যদি স্বভাব সুলভ (Sorry বলে দিলেন) আন্তরিকতাশূন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং সে ক্ষমা করে দিলো, তবুও আখিরাতে জিজ্ঞাসাবাদের ভয় রয়েছে।

(বাহারে শরীয়াত, ৩/১৮১, ১৬তম অংশ)

সদকা পেয়ারে কি হায়া কা কেহ না লে মুঝ সে হিসাব
বখশ বে পুচে লাজায়ে কো লাজানা কিয়া হে

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৭১ পৃষ্ঠা)

তাওবা করার পর যার গীবত করা হয়েছে সে জানতে পারলো, তবে?

গীবত থেকে তাওবা করার পর যার গীবত করা হয়েছে সে জানতে পারলো তবে এখন কি করা উচিৎ! এপ্রসঙ্গে আমার আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **ফতোওয়ায়ে রযবীয়া** ২৪তম খন্ডের ৪১১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করেন: রওযাতুল উলামা নামক কিতাবে উল্লেখ রয়েছে: আমি হযরত আবু মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে জিজ্ঞাসা করলাম: যদি গীবতের সংবাদ যার গীবত করা হয়েছিলো তার নিকট না পৌঁছে, তখন কি গীবতকারীর

www.dawateislami.net

তাওবা ফলপ্রসূ হবে নাকি হবেনা? তিনি বললেন: হ্যাঁ, (ফলপ্রসূ হবে) কেননা সে বান্দার হক সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বেই তাওবা করে নিয়েছে, গীবত বান্দার হক হিসেবে তখনই সাব্যস্ত হবে, যখন তার নিকট পৌঁছে যাবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: যদি তাওবা করার পর সে গীবত সম্পর্কে জানতে পারে? বললেন: তখনও তাওবা বাতিল হবে না বরং **আল্লাহ পাক** উভয়কে ক্ষমা করে দিবেন। গীবতকারীকে তাওবা করার কারণে আর যার গীবত করা হয়েছিলো তাকে সেই কষ্টের কারণে যা সে গীবত শুনে পেয়েছিলো, কেননা **আল্লাহ পাক** হচ্ছেন দয়ালু, **তাঁর** ব্যাপারে একথা বলা যাবেনা যে, **তিনি** কারো তাওবা কবুল করার পর রদ করে দিয়েছেন বরং **তিনি** উভয়কে ক্ষমা করে দিবেন। (মিনহুর রওয লিলকারী, ৪৪০ পৃষ্ঠা)

ডর থা কেহ ইচইয়াঁ কি সাযা, আব হোগি ইয়া রোযে জযা
দিই উনকি রহমত নে ছাদা, ইয়ে ভি নেহি ওয়হ ভি নেহি

(হাদায়িকে বখশীশ, ১১০ পৃষ্ঠা)

যার গীবত করা হয়েছিলো সে জানতে পারলো ..... অতঃপর মারা গেলো

ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "যার গীবত করা হয়েছে (সে জানতে

www.dawateislami.net

পারলো আর এবার) সে মারা গেলো অথবা নিরুদ্দেশ হয়ে গেলো, তার নিকট ক্ষমা চাইবে? এই ব্যাপারটি খুবই জটিল হয়ে গেলো! অতএব এখন উচিৎ যে, অধিকহারে নেকী করা যাতে কিয়ামতের দিন যদি এই তার নেকী গীবতের বিনিময়ে দিয়ে দেয়া হয়, তবুও যেনো তার নিকট নেকী অবশিষ্ট থাকে। (রদ্দুল মুহতার, ৯/৬৭৭)

ঘটনা: হযরত শায়খ আব্দুল ওয়াহাব শারানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: আমার ভাই আফযালুদ্দিন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: নেক আমল অধিকহারে করে থাকি, যাতে কিয়ামতের দিন আমার নিকট আমলনামায় কিছু না কিছু অবশিষ্ট থাকে, যা ঐসব লোকদেরকে দিতে পারি, যাদের আমার দায়িত্বে (হুকুকুল ইবাদের ব্যাপারে) সম্পদ বা সম্মানের কিছু দাবী রয়েছে। (তামবিহুল মুগতাররিন, ১৯১ পৃষ্ঠা)

বাজারে আমল মে তু সওদা ন বানা আপনা
সরকার! করম তুঝ মে আইবী কি চমায়ী হে

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৯২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

হায় হতভাগা নফস!

হায়! হায়! হায়! ঐসকল উদাসিনতার সমষ্টি ও আপাদমস্তক গুনাহগাররা কোথায় যাবে, যা কিনা নফসের দূর্ভাগার কারণে অসংখ্য মানুষের গীবত করেছে, মৃত বা নিরুদ্দেশ হওয়াদের কথা তো দূরেই থাক, চেনা জানা থাকার পরও প্রচলিত লোকলজ্জার শিকলে আবদ্ধ থাকার কারণে ক্ষমা চাইতে লজ্জাবোধ করে, হায়! হায়! হায়! যদি কিয়ামতের দিন অসংখ্য হকদার নেকী নেয়ার জন্য এবং নিজ নিজ গুনাহের বোঝা ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়, তখন কি হবে? হায়! সদকা **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم !

তুঝে হারগিয গাওয়ারা হো নেহী সাকতা কেহ মাহশর মে
জাহান্নাম কী তরফ রোতা হুয়া তেরা গাদা নিকলে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দুনিয়ায় ক্ষমা চেয়ে নেয়াতেই নিরাপত্তা নিহিত

প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: যার দায়িত্বে তার ভাইয়ের সম্মান ইত্যাদি কোন বিষয়ে অত্যাচার হয়, তার উপর আবশ্যক যে, সে যেনো সেই দিনের পূর্বেই তার নিকট ক্ষমা চেয়ে নেয়, যখন সেখানে

www.dawateislami.net

না কোন দীনার থাকবে আর না দিরহাম, যদি তার নিকট কোন নেকী থাকে, তবে তাদের হক অনুসারে তার থেকে নিয়ে ঐ ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়া হবে, অন্যথায় তাদের গুনাহ তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হবে। (বুখারী, ২/১২৮, হাদীস ২৪৪৯)

সব নে ছফে মাহশর মে লালকার দিয়া হাম কো
এ্যয় বে কসোঁ কে আক্বা আব তেরি দোহায়ি হে

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৯২ পৃষ্ঠা)

অপবাদের সংজ্ঞা

কারো উপস্থিতিতে বা অনুপস্থিতিতে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা দোষারোপ করাকে অপবাদ বলে। (হাদিকায়ে নদিয়া, ২/২০০) সহজ ভাষায় এভাবে বুঝে নিন যে, দোষ না করা সত্ত্বেও অবর্তমানে বা সামনা সামনি সে দোষ তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া অপবাদ, যেমন; সামনে বা অবর্তমানে রিয়াকার বলে দিলো অথচ সে রিয়াকার নয় অথবা যদি হয়ও আপনার কাছে এর কোন প্রমাণ নেই, কেননা রিয়াকারির সম্পর্ক হলো বাতেনী রোগের সাথে অর্থাৎ অন্তরের সাথে, অতএব এভাবে কাউকে রিয়াকার বলাটা অপবাদ।

www.dawateislami.net

অপবাদ থেকে তাওবা করার পদ্ধতি

অপবাদ থেকে তাওবা করতে হলে এ তাওবায় তিনটি বিষয় পাওয়া জরুরী: (১) ভবিষ্যতে অপবাদ দেয়া ত্যাগ করার দৃঢ় সংকল্প করা (২) যার হক ক্ষুন্ন হয়েছে, সম্ভব হলে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়া, যেমন; হকদার জীবিত ও উপস্থিত আছে তাছাড়া ক্ষমা চাইতে গেলে ঝগড়া বা শত্রুতা সৃষ্টি হবেনা (৩) যাদের সামনে অপবাদ দিয়েছে, তাদের সামনে নিজের মিথ্যার (অর্থাৎ অপবাদ) স্বীকার করা অর্থাৎ এরূপ বলা যে, আমি যেই অপবাদ দিয়েছিলাম তা সত্য নয়। (হাদিকায়ে নদিয়া, ২/২০৯) আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনার ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম অংশের ১৮১ পৃষ্ঠায় সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: অপবাদ দেয়া অবস্থায় তাওবা করা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা জরুরী বরং যাদের অপবাদ দিয়েছিলো তাদের কাছে গিয়ে এরূপ বলা জরুরী যে, আমি মিথ্যা বলেছিলাম, অমুকের নামে অপবাদ দিয়েছিলাম। (বাহারে শরীয়াত, ৩/১৮১, ১৬তম অংশ)

www.dawateislami.net

নফসের জন্য নিশ্চয় এটি খুবই কষ্টকর হবে কিন্তু দুনিয়ার সামান্য অপমান মেনে নেয়া সহজ কিন্তু আখিরাতের অবস্থা খুবই কঠিন। **আল্লাহ**র শপথ! দোযখের আযাব সহ্য করা যাবে না। অতএব পড়ুন ও ভয়ে কেঁপে উঠুন:

অপবাদের শাস্তি

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ বর্ণনা করলো, যা তার মাঝে নেই তবে **আল্লাহ পাক** তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত দোযখের কাঁদা, পূঁজ ও রক্তের মধ্যে রাখবেন, যতক্ষণ না সে তার বলা কথা থেকে বের হয়ে আসবে না।

(আবু দাউদ, ৩/৪২৭, হাদীস ৩৫৯৭)

গুনাহের অপবাদ দেয়ার আযাব

মানুষদের উপর গুনাহের অপবাদ দাতার আযাবের একটি হৃদয় কাঁপানো বর্ণনা লক্ষ্য করুন। যেমনটি **আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বপ্নে দেখা কয়েকটি দৃশ্য বর্ণনা করার পর এটাও ইরশাদ করেন: কিছু লোককে জিহ্বা দ্বারা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিলো। আমি জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام কে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: এই সমস্ত লোক মিথ্যা অপবাদ দিতো। (শরহুস সুদুর, ১৮২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

সন্দেহ প্রবণদের প্রতি সতর্কবাণী

যে সমস্ত সন্দেহ প্রবণ নারী নিজেদের স্বামীর প্রতি অপবাদ দিয়ে থাকে এবং এরূপ কথাবার্তা বলে যে, ❁ কোন মেয়ের চক্করে পড়েছে ❁ সব টাকা-পয়সা তাকেই দিয়ে আসে ইত্যাদি, অনুরূপভাবে যে সমস্ত সন্দেহ প্রবণ পুরুষ তাদের স্ত্রীর প্রতি গুনাহের অপবাদ দিয়ে থাকে যে, ❁ তার কারো "প্রনয়" রয়েছে ❁ তার প্রেমিককে ফোন করতে থাকে ❁ তার সাথে সাক্ষাত করে ❁ অশ্লীল কাজ করায় ইত্যাদি। তাদের বর্ণিত গুনাহের অপবাদের আযাবের বর্ণনা থেকে শিক্ষা গ্রহন করা উচিত। এপ্রসঙ্গে একটি শিক্ষামূলক ঘটনা শুনুন।

মহিলাদের প্রতি অপবাদ দেয়ার কারণে ধ্বংস

হযরত আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতি শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **'শরহুস সুদূর'** নামক কিতাবে উদ্ধৃত করেন: এক ব্যক্তি স্বপ্নে জারীর খাতাফিকে দেখে জিজ্ঞাসা করলো: مَافَعَلَ اللهُ بِكَ؟ অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? তখন তিনি বললেন: আমাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: ক্ষমা করার কারণ কি? বললেন: একটি তাকবীর বলার কারণে, যা আমি কোন এক জঙ্গলে

www.dawateislami.net

বলেছিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: ফরয্দকের কি হলো? তখন তিনি বললেন: আফসোস! সত্বীসাধ্বী মহিলাদের প্রতি অপবাদ দেয়ার কারণে সে ধ্বংসে নিপতিত হয়েছে। (শরহুস সুদূর, ২৮৫ পৃষ্ঠা। আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৬/৪০৯) হায়! হায়! হায়! জানিনা আমরা জীবনে কতজনের প্রতি অপবাদ দিয়েছি। হায়!

জি চাহতা হে ফুট কে রোয়োঁ তেরে গম মে
সরকার! মগর দিল কি কাসাওয়াত নেহী জাতি

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৮২ পৃষ্ঠা)

একে অপরকে গীবত থেকে বাঁচানোর পদ্ধতি

হে আশিকানে রাসূল! যে সমস্ত ভাগ্যবানের এই মানসিকতা তৈরী হচ্ছে যে, আমাদেরকে গীবতের মারাত্মক রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য জোরালো প্রচেষ্টা চালাতে হবে, তারা নিজেদের মধ্যে নির্ধারন করে নিন যে, আমাদের মধ্যে যদি مَعَاذَ الله কেউ গীবত করা শুরু করে দেয়, তবে যে উপস্থিত থাকবে সে তার সাধ্য অনুযায়ী মুখে বাধা দিবে এবং তাওবা করার জন্য বলবে, তাছাড়া আগে পরে صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! বলে দুরূদ শরীফ পাঠ করার পাশাপাশি বলবে: تُوْبُوْا اِلَى الله! (অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** দরবারে তাওবা করো) তা শুনে গীবতকারী বলবে: اَسْتَغْفِرُ الله (অর্থাৎ আমি **আল্লাহ পাকের**

www.dawateislami.net

নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি)। اِنْ شَآءَ الله এভাবে সাথে সাথেই তাওবার সৌভাগ্য নসীব হয়ে যাবে। যারা গীবত করতে শুনেনি তাদের থেকে সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক, আওয়াজ ও ধরন এরূপ যেনো না হয় যে, যারা জানতো না তারাও জেনে গেলো যে, অমুক مَعَاذَالله গীবত করেছে।

কাউকে 'কালো' বলাও গীবত

আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن তাওবার ক্ষেত্রে একেবারেই লজ্জাবোধ করতেন না। যেমনটি হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী বিন মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন: হযরত ইমাম ইবনে সিরিন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এক ব্যক্তির আলোচনা কালে বলেন: সে লোকটি কালো। অতঃপর বললেন: اَسْتَغْفِرُ الله "অর্থাৎ আমি **আল্লাহ পাকের** নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।" আমি মনে করছি যে, আমি তার গীবত করেছি। **(ইহ্ইয়াউল উলূম, ৩/১৭৮)**

লজ্জা না করে সাথে সাথে তাওবা করে নিন

হে আশিকানে রাসূল! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن খোদাভীতি মারহাবা! এত বড় বিখ্যাত বুযুর্গ সাথে সাথেই সকলের সামনে তাওবা করে নিলে, এ থেকে

www.dawateislami.net

এই শিক্ষা পাই যে, **আল্লাহ** না করুন; যদি কখনো মানুষের সামনে গীবত ইত্যাদি গুনাহ সংগঠিত হয়ে যায়, তবে অনুভুতি হতেই কোনরূপ লজ্জাবোধ না করেই সকলের সামনে তাওবা করে নিই। যদি পরে অনুভুতি হয় এবং তাওবা করি, তবে যার যার সামনে গীবতের গুনাহ করেছি তাদেরকে নিজের তাওবা সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। তাওবার এ নিয়ম মনে রাখুন, হাদীস শরীফে রয়েছে: **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন তোমরা কোন গুনাহ করো, তবে সাথে সাথে তাওবা করে নাও, اَلسِّرُّ بِالسِّرِّ وَالْعَلَانِيَةُ بِالْعَلَانِيَة অর্থাৎ গোপন গুনাহের তাওবা গোপনে, প্রকাশ্য গুনাহের তাওবা প্রকাশ্যে। (মুজামু কবির, ২০/১৫৯, হাদীস ৩৩১)

বর্ণিত ঘটনা থেকে জানা গেলো, শরয়ী অনুমতি ব্যতীত কোন মুসলমানের অনুপস্থিতিতে শারীরিক দোষ বর্ণনা করাও গীবত, যেমন: ❖ কালো ❖ মেটে ❖ কুৎসিত ❖ ধবল ❖ টেকো ❖ মোটা ❖ লম্বা ❖ খাটো ❖ কানা ❖ অন্ধ ❖ বধির ❖ বোবা ❖ লেংড়া ❖ টেরা ❖ পঙ্গু ❖ কুঁজো বলা গীবত। কিছু কিছু ইসলামী ভাই কালো বর্ণের ইসলামী ভাইকে বেলালী বলে থাকে, বিনা প্রয়োজনে এরূপ বলাও উচিত নয় যে, তার অনুপস্থিতিতে বলা গীবতে পরিগণিত

www.dawateislami.net

হবে, কেননা যে "বেলালী" শব্দের অর্থ জানে যে, আমি কালো বলেই আমাকে "বেলালী" বলা হচ্ছে, তখন তার খারাপ লাগতে পারে। তবে হ্যাঁ যদি কোন বিশেষ ইসলামী ভাইয়ের প্রসিদ্ধিই বেলালী হয় তবে এই নিয়্যতে বেলালী বললে অসুবিধা নেই।

গুনাহ হতেই সাথে সাথে তাওবা করা ওয়াজিব

হযরত ইমাম নববী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত: যখনই গুনাহ সংগঠিত হয়ে যায়, সাথে সাথেই তাওবা করে নেয়া ওয়াজিব, তা সগিরা গুনাহই হোক না কেন।

(শরহে মুসলিম নববী, ৫৯ পৃষ্ঠা)

কারো কথা গীবত ছিলো না, কিন্তু আপনি গীবত বলে দিলেন তখন?

কোন কথাকে গুনাহে ভরা গীবত সাব্যস্ত করার জন্য জ্ঞান থাকা জরুরী, যদি আপনি চিন্তা ভাবনা না করে কারো কোন কথাকে গীবত আখ্যায়িত করেন এবং তা সম্পাদনকারীকে গুনাহগার সাব্যস্ত করে দেন, অথচ সে গুনাহগার ছিলো না, তবে এমতাবস্থায় আপনিই গুনাহগার হবেন, তাওবা করা তার উপর নয়, আপনার উপরই ওয়াজিব হয়ে যাবে! যাই হোক, পরস্পরের মধ্যে এটা অবশ্যই

www.dawateislami.net

নির্ধারন করে নিন যে, গীবত হচ্ছে না, তারপরও কেউ যদি ভুল বুঝার কারণে تُوْبُوْا اِلَى الله! বলে দেয়, তবুও আমরা "ঝগড়া" সৃষ্টি হতে দিবোনা। অন্যথায় শয়তান অন্য উপায়ে অর্থাৎ ঝগড়া এবং অন্তরে ক্ষোভ ও বিদ্বেষ প্রদান করার মাধ্যমে গুনাহ সম্পাদন করানোর সুযোগ নিতে পারে।

ঝগড়া থেকে বিরত থাকার ফযীলত

আল্লাহ না করুন! কখনো যদি দু'জন ইসলামী ভাই ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে পড়ে তবে সুযোগ বুঝে তৃতীয়জন উচ্চস্বরে صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! বলে দিবে, উভয়ে দুরূদ শরীফ পাঠ করে মীমাংসা করে নিবে। যে সত্যের উপর থাকা সত্বেও ঝগড়া করেনা, তার তো اِنْ شَآءَ الله তরী পার হয়ে যাবে। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি সত্যের উপর থাকা সত্বেও ঝগড়া করেনা, আমি তার জন্য জান্নাতের (ভেতরের) কিনারায় একটি ঘরের জামিনদার হবো।

(আবু দাউদ, ৪/৩৩২, হাদীস ৪৮০০)

اَسْتَغْفِرُ الله বলার ফযীলত

মানুষের উপস্থিতিতে প্রত্যেক ধরনের গুনাহ্, বরং অপছন্দনীয় আচরণ, যেমন: অহেতুক কথাবার্তা বলে ফেললে

www.dawateislami.net

বরং স্থানভেদে উচ্চ স্বরে প্রথমে ও শেষে صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! সহকারে تُوْبُوْا اِلَى الله! বলে দেয়া উচিত। কেননা সর্বদা তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকা সাওয়াবের কাজ। **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنِ اسْتَغْفَرَ اللهَ غَفَرَلَهٗ অর্থাৎ যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** নিকট ইস্তিগফার (অর্থাৎ ক্ষমা প্রার্থনা) করবে, **আল্লাহ পাক** তাকে ক্ষমা করে দিবেন। (اَسْتَغْفِرُ الله বলাও ক্ষমা প্রার্থনা করা) (তিরমিযী, ৫/২৮৮, হাদীস ৩৪৮১)

তাওবার তিনটি রোকন

তবে গুনাহ সংগঠিত হলো তখন এর জন্য শুধু প্রচলিত তাওবা করা যথেষ্ট নয়। আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনার ৪৮০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'বয়ানাতে আত্তারীয়া'** ১ম খন্ডের ৭৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে: সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: তাওবার মূল হলো **আল্লাহ পাকের** প্রতি প্রত্যাবর্তন করা। এর তিনটি রোকন রয়েছে: (১) অপরাধ স্বীকার করা (২) অনুতপ্ত হওয়া (৩) বর্জনের প্রতিজ্ঞা করা (অর্থাৎ এই গুনাহ বর্জন করার দৃঢ় সংকল্প করা) যদি গুনাহ ক্ষতিপূরণের উপযুক্ত হয়

www.dawateislami.net

তবে এর ক্ষতিপূরণ করাও আবশ্যক। যেমন; নামায বর্জনকারীর জন্য পূর্ববর্তী নামাযের কাযা আদায় করাও আবশ্যক। (খাযায়িনুল ইরফান, ১২ পৃষ্ঠা)

সকলকেই গীবত থেকে বাঁচার ব্যবস্থা করুন

সকল মুসলমান, আশিকানে রাসূলসহ বিশেষ করে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সকল মজলিসের সদস্য ও মুবাল্লিগ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ, মাদানী কাফেলার মুসাফিরগণ প্রত্যেকেই যদি গীবত থেকে বাঁচার উল্লেখিত পদ্ধতির উপর আমল করে, তবে اِنْ شَآءَ الله রহমতই রহমত এবং ক্ষমাই ক্ষমা হবে। হে **আল্লাহ পাক!** মুসলমানদের কুধারণা, গীবত, অপবাদ, চুগলি, মনে কষ্ট দোয়া ইত্যাদি গুনাহ থেকে রক্ষা করো, হে **আল্লাহ পাক!** আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় উম্মতদের ক্ষমা করো।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আত্তারের দোয়া

হে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **এর প্রতিপালক!** যে সমস্ত ইসলামী ভাই বা ইসলামী বোন নিজেদের মধ্যে "একে অপরকে গীবত থেকে বাঁচানোর পদ্ধতি" চালু করবে

www.dawateislami.net

তাদেরকে এবং যারা যারা সহায়তা করবে তাদের সবাইকে অদৃশ্যভাবে সাহায্য করো, তাদের সকলকে গীবত বরং সকল গুনাহ থেকে রক্ষা করে তাদের অন্তরে **তোমার** ও **তোমার প্রিয় হাবিব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্যিকারের ভালবাসা পূর্ণ করে দাও। তাদের সবাইকে বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফিরদৌসে প্রবেশাধিকার দিয়ে **তোমার প্রিয় ও সর্বশেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশীত্ব দান করো এবং এ সকল দোয়া আমি গুনাহগারদের সর্দারের ক্ষেত্রেও কবুল করো। হে **আল্লাহ পাক!** আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় উম্মতকে ক্ষমা করে দাও। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

খোদায়া আজল আ'কে সরপর কাড়ি হে
দেখা জলোয়ায়ে মুস্তাফা ইয়া ইলাহী
মুসলমান হে আত্তার তেরী আতা সে
হো ঈমাঁ পর খা'তেমা ইয়া ইলাহী

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০৫,১০৬ পৃষ্ঠা)

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আখেরী নবী ﷺ এর বাণী:

আল্লাহ পাকের আখেরী নবী মক্কী মাদানী ﷺ ইরশাদ করেন: প্রত্যেক মুসলমানের সম্মান, সম্পদ ও প্রাণ অপরের (মুসলমানের) উপর হারাম।

(তিরমিযী, ৩/৩৭২, হাদীস: ১৯৩৪)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net